দৈনিক বাংলা

তারিখ ..30 NOV 1993...
পৃষ্ঠা... 4 ...কলাম .. 4 ...

76

জনমত

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পান্ডুলিপি প্রণয়ন

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পাঠ্য বই রচনায় পান্ডুলিপি আহবান করেছে। এ পান্ডুলিপি থেকে অনুমোদিত বইটি দেশময় তথা জাতির আগামী দিনের নাগরিকদের গড়ে তুলবে। তাই পান্ডুলিপি রচনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। জাতির জন্যে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটির সাথে যথেষ্ট মেধা, শ্রম মনন আর মনোবৈজ্ঞানিক কার্যক্রম জড়িত। এ জন্য প্রয়োজন সময়েরও। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডও দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্য বই প্রণয়ন করে। তারা পাঠ্য বই প্রণয়নে ১–১½ বছর সময় নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সমমানের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা পাঠ্যবই রচনায়ও প্রয়োজন ঐ একই কার্যক্রম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বই প্রণয়নে যে সময়সূচী দিয়েছেন তা শুধু সংক্ষিপ্তই নয়, অত্যন্ত অপ্রতুলও। মাত্র মাস খানেকের কিছু বেশী। এ স্বল্প সময়ে জাতির জন্যে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ কিভাবে করা সম্ভব অন্তত একজন শিক্ষক– লেখক হিসাবে আমার তা বোধগম্য হয়নি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের ১–১½ বছর সময়কে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কিভাবে ১–১½ মাসে ম্যানেজ করবেন? এ স্বল্প সময়ে বই প্রণয়নের ব্যবস্থা পক্ষান্তরে মানহীন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন ষড়যন্ত্র কিনা, সে সংশয়ও আজ দেখা দিয়েছে। এই স্বল্প সময়ে লেখক/প্রকাশকগণ রচনা–সম্পাদনার কাজ সেরে মানসম্পন্ন কিছু উপহার দিতে অবশ্যই ব্যর্থ হবেন। পক্ষান্তরে কর্তৃপক্ষ বইগুলো রিভিউ করতে তাড়াহুড়া করবেন। ফলে মান রক্ষা কতটুকু সম্ভব তা বুঝে আসে না। তাই আমি মনে করি ১৯৯৪ সনের জন্য নয়, ১৯৯৫ সনের জন্য নতুন বই প্রণয়নের লক্ষ্যে বর্তমান আহরানকৃত পান্ডুলিপি জমার সময় আরো বাড়ানো প্রয়োজন এতে লেখক–প্রকাশকগণ সময় পেয়ে তাদের বইগুলো সম্পাদনা ও প্রাথমিক রিভিউ করে উপযুক্ত মানসম্পন্ন করতে সচেষ্ট ও সক্ষম হবেন। কর্তৃপক্ষও সুষ্ঠুভাবে প্রতিটি বই রিভিউ করতে পারবেন। ফলে উপকৃত হবে দেশ ও জাতি। আশা করি; সময় বাড়ানোর ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সুদৃষ্টি দেবেন।

অধ্যাপক আবু তায়েপ
খিলগাঁও, ঢাকা।